বেকার হওয়ার এমন গুণ

পিতার হাতে কন্যা খুন

হাওড়া ব্রিজের তলে, কন্যাকে দিল ফেলে

(সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা)

সৎ শিক্ষার জন্য লিখিত, বসুমতী হইতে প্রচারিত

কবি লেখক—শ্রীনিত্যগোপাল রায়

প্রকাশক—শ্রীগুরুপদ দাস

[মূল্য—দশ নয়া পয়সা]

কবিতা আরম্ভ

ওমা বিণাপাণি (২) শ্বেত বরণী করগো করুনা,
আশ্চর্য্য কাহিনী একটা লিখিতে বাসনা।
নিয়া তোমার নাম (২) ধরিলাম ভাঙ্গা কলম খানি,
লিখিতে বাসনা মোর হত্যা কাণ্ডের কাহিনী।
এখন লিখে যাই (২) শুনুন ভাই যত বন্ধুগণ,
পিতার হাতে কন্যা খুন আশ্চর্য্য ঘটনা।
কাহিনী মিথ্যা নয় (২) সত্য হয় হাওড়ার ব্রিজেতে,
বহু লোক এই ঘটনা দেখে সেই খানেতে।
ঘটনা যে দেখিল (২) শিহরিল অবাক হইয়া,
এই হত্যা কাণ্ডের ঘটনা কিছু আমি যাই বলিয়া।
ঘটনা হাওড়া জেলা (২) দিনের বেলা আড়াইটার সময়,
হাওড়া ব্রীজের উপর এই হত্যা কাণ্ড হয়।
শুনুন ভাই সকলে (২) দলে দলে করিয়া খেয়াল,
নির্ম্মল গাঙ্গুলী নামে ছিল এক মাতাল।
পঁয়ত্রিশ বয়স তার (২) সংসার অতি বড় ছিল,
স্ত্রী পুত্র কন্যা লয়ে সাত জন হইল।
থাকে লিলুয়াতে (২) আছে তাতে চকপাড়া কলণী,
সেই খানেতে বসত করে জানাইলাম এখনি।
বড় দুটি পুত্র (২) ছিল মাত্র আর তিনটি মেয়ে,
বড় ছেলের বয়স আট বছর শুনুন মন দিয়ে।

[২]

বড় মেয়ের বয়স চার (২) নাম তার সীমা গাঙ্গুলী,
মুখ দিয়ে ফোটে যেন তোতা পাখির বুলি।
এ সব রেখে দিয়ে (২) যাই বলিয়ে নির্ম্মলের কাহিনী,
যে কথা শুনিলে লাগে প্রাণে আঘাত হানি।
করিত সে চাকুরি (২) জানতে পারি পুলিশেতে ভাই
মাতলামি করিত বলে চাকরি তাহার নাই।
ঘোরে চাকরির জন্য (২) পায়না অন্য ঘুরিয়া বেড়ায়,
হটাৎ এক দিন খবরের কাগজে চাকরির সন্ধান পায়।
গেল ক্যানিং ষ্ট্রীটে (২) পায় দেখিতে এলুমনিয়াম দোকান,
মালিকের সনে কথা বলে চাকুরি সেখানে পান।
কিছু দিন চাকুরি করে (২) তার পরে মদ একদিন খাইয়া
ঢলে ঢলে দোকানে গেল মাতাল হইয়া।
বাবু এসব দেখে (২) বলে তাহাকে কাজে না রাখিব,
আজই আমি হিসাব দিয়ে বিদায় করে দিব।
নির্ম্মলের চাকরি গেল (২) বেকার হল ঘুরিয়া বেড়ায়,
কত জায়গায় ঘুরে তবু চাকরি নাহি পায়।
তার হল অভাব (২) হয় কুস্বভাব ঘরের জিনিষ বেচে,
মদ খাইয়া রাস্তার মধ্যে ঘুরে ঘুরে নাচে।
ঘরের জিনিষ বেচিয়া (২) শেষ করিয়া হল নিরুপায়,
কবি বলে এবার কিন্তু বেঁচে থাকা দায়।

স্ত্রী রাণীবালা (২) প্রাণ উতলা শুধু স্বামীর শোকে
স্বামীর কাছেতে যেয়ে বুঝাইতে থাকে।
ওগো কি করিলে (২) সব হারালে কিছু নাইকো ঘরে,
কি করিয়া প্রাণ বাঁচিবে বলে দ'ও আমারে।
এদিকে ছেলে মেয়ে (২) বড় হয়ে উঠিতে লাগিল,
মেয়ে বিয়ে দিতে টাকা কোথায় পাবে বল।
নির্ম্মল চিন্তা করে (২) কুবুদ্ধি ধরে ভাবে মনে মন,
হাওড়ার গঙ্গাতে সব দিব বিসর্জ্জন।
মনে এই ভাবিয়া (২) ফাঁকি দিয়া বলে গিন্নির ধারে,
চল গিন্নি বেড়াতে যাই কলিকাতা সহরে।
যাব বাবুর দোকানে (২) বলব সেখানে মিনতি করিয়া,
ক্ষমা করুন বাবু আমাকে নইলে যাব মরিয়া।
স্বামীর কথা শুনে (২) স্ত্রী মনে ভাবিতে লাগিল,
হয়ত বুঝি এত দিনে স্বামীর ভুল ভাঙ্গিল।
রাণীবালা ত্বরা করে (২) সিঁদুর পরে পাউডার মেখে নিল,
ছেলে মেয়েদের তাড়াতাড়ি সাজাইয়া দিল।
নিল সঙ্গে করে (২) দুই ছেলেরে আর তিনটি মেয়ে,
তাড়াতাড়ি টিকিট কাটল লিলুয়াতে গিয়ে।
ষ্টেশনে গাড়ি আসিল (২) সবে উঠিল আনন্দিত হইয়া,
দুইটার সময় গাড়িতে চড়ে হাওড়ায় নামে গিয়া।

হাওড়াতে গাড়ি থামিল (২) সবে নামিল চায়ের দোকানে
ছেলে মেয়ের জন্য খাবার কিনিল সেখানে।
খাওয়াল পেট ভরে (২) মেয়ে কয়টারে নির্ম্মল গাঙ্গুলী,
সীমা নামে মেয়েটিকে কোলে নিল তুলি।
খাওয়া শেষ করিয়া (২) ওঠে গিয়া পোলের উপরে,
প্রথমে ফেলে দেবে এই বড় মেয়েটারে।
মনে এই ভাবিয়া (২) যায় আগাইয়া স্ত্রী নাহি তার দেখে,
স্ত্রী তাহার পিছনেতে সাত হাত দুরে থাকে।
কিছুটা দুরে গিয়ে (২) হাত ধরিয়ে সীমা গাঙ্গুলিকে,
ছুড়িয়া ফেলে দিল গঙ্গা মায়ের বুকে।
মেয়েটা চিৎকার দিল (২) শুনতে পেল পাশের লোকজন,
মেয়ের মাতা ছুটে এসে দেখিল তখন।
মেয়েটা মা বলিয়ে (২) গেল তলিয়ে জোয়ারের জলে,
মেয়ের মাতায় কেঁদে বলে ওগো কি করিলে।
এদিকে দুষ্ট পিতা (২) নাই মমতা আর একটিকে ধরে,
ফেলিয়া দিতে গেল গঙ্গার ভিতরে।
পাশের লোকজনে (২) দেখে তখন ধরিবারে যায়,
ইহা দেখে নির্ম্মলচন্দ্র দৌড়াইয়া পালায়।
ধরে সামনের লোকে (২) ধরে তাহাকে থানায় নিয়ে গেল,
হাওড়া পোলের ঘটনা সব খুলিয়া বলিল।

এদিকে মেয়েটিকে (২) দিকে দিকে খুজিতে বাহির হয়,
গভির জলে তলিয়ে গেল খুজে নাহি পায়
নির্ম্মলজেলের ঘরে (২) ভাবনা করে কি করিলাম আমি,
আমার দোষেতে আজি হল এতখানি।
এখন লেখক বায় (২) বলে যায় শুনুন সকলে,
কুভাবনা ভাবলে পরে মরিবেন অকালে।
এযে বিধির লীলা (২) না যায় বলা মানুষের জীবনে,
কখন কিবা বুদ্ধি হয় কেউ তাহা না জানে।
তাই বলি শোন (২) কুপথে যেন দিওনাকো মন,
পাপের সাজা পেতে হবে বুঝিবে তখন।
অভাবে স্বভাব নষ্ট (২) পায় কষ্ট দুনিয়ার লোকে,
অভাবে পড়িয়া মানুষ কুপথে চলতে থাকে।
কিন্তু এই নির্ম্মল কুমার (২) অভাব তাহার ছিল না,
নিজের দোষে সব হারালো ভেবে একবার দেখনা।
এই রকম কত বাবু (২) হাবুডুবু মদ খেয়ে বেড়ায়,
সুন্দরী মেয়েদের উপর ঘন ঘন চায়।
বাবুর ভাত যোটেনা (২) সবদিকে দেনা বুক ফুলাইয়া চ
মেয়েদের দেখিলে পরে ইংলিষে কথা বলে।
করে ভালবাসা (২) রং তামাসা করে দিবারাতি,
কবি দেখে ভেবে বলে ফেটে যায় বুকের ছাতি।

আনে বিয়ে করে (২) বছর বছরে সন্তানাদি হয়,
অতিরিক্ত সন্তান হওয়ায় সংসার চলা দায়।
তখনো ভাবনা করে (২) কুপথ ধার করে খুনা খুনি,
পেটের জ্বালায় কত লোকে মরে যে এমনি।
তাই বলি শোন (২) দিয়া মন আমার একটি কথা,
লুপের ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন যথা।
সেখানে পরামর্শ কর (২) কথা ধর দুইটি সন্তান হলে,
একটি ছেলে একটি মেয়ে রাখিবেন সকলে।
বেশী ভাল নয় (২) কষ্ট হয় সংসার চালাতে,
এই কষ্টের দরুণ লোকে চলে যে কুপথে ।
আমি এই পর্য্যন্ত (২) দিলাম ক্ষান্ত কবিতার লিখনি,
কবিতার মর্ম্ম বুঝে নিবেন একটি কিনি।
দাম দশটি নয়া (২) কিনে নিয়া সকলে পড়িবেন,
কুপথে চললে কি হয় সকলে জানিবেন।
কবি নিত্য গোপাল রায় (২) বলে যায় শুনুন দয়া করে,
কবিতা কিনিবার আগে দেখবেন একটু পড়ে।
এখন নকল কবি (২) হয়েছে সবই নাম কিনিবার তরে,
আজে বাজে লিখে নিয়ে বই বিক্রি করে।
কবিতা লেখকের নাম (২) বলিলাম আছে দুই জন,
নিত্য গোপাল ও প্রবীণ কুমার জানে সর্ব্বজন।

গান

(বাউল সুর)

মদ খেয়ে ভাই মাতাল হইও না,
মাতাল হলে পাবে কত যাতনা।
মদের নেশায় পাগল করে, এই নেশাতে সংসার পো
সংসার যায় তার ছারে খারে, ভেবে একবার দেখনা
ভাবের মাতাল দেখি কত, কুসঙ্গেতে যায় অবিরত,
টাকা পয়সা উড়ায় যত, দেখে বাজে সিনেমা।
সিনেমা দেখার অভ্যাস করে, ভাল বাসার বিয়ে করে
বিয়ে করে আনে ঘরে, কিন্তু সংসার তার চলেনা।
তাই নিত্য গোপাল বলে যেওনা ভাই রসাতলে
কুপথে চলে গেলে প্রাণে তো আর বাঁচবে না।